বিকল্প ডাকসুর খোঁজে...

তারুণ্য

দিনে দিনে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেধাবীদের চিন্তা-ভাবনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে 'প্রিফেক্ট' কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণের দাবী ডাকসু নির্বাচন দীর্ঘ একযুগ বন্ধ থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধাবীদের নিয়ে প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করেছে। ক্যাম্পাসের পরিবেশ পরিস্থিতি বিশেষ করে একাডেমিক শৃংখলা এবং শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও প্রশাসনের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এই কমিটির উদ্দেশ্য। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করার ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছরের ইতিহাসে প্রথম। ডাকসুর বিকল্প হিসেবে প্রিফেক্ট কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবে বলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মনে করছে। প্রিফেক্ট কমিটিতে শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া কোন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। মেধাবীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রিফেক্ট কমিটি গঠনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্বাগত জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩'র অধ্যাদেশের পার্ট-২-এর প্রক্টোরিয়াল বিধির ৩(২) ধারা অনুযায়ী প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ভিসির অনুমোদনক্রমে প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে প্রক্টর অফিস থেকে প্রতিটি বিভাগের চেয়ারম্যানের নিকট শেষ পর্ব অথবা অনার্স ৪র্থ বর্ষের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন (প্রথম স্থান অধিকারী) ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়। প্রিফেক্ট কমিটির প্রথম কেন্দ্রীয় সভা গত ১১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫৪টি বিভাগ ও ইনষ্টিটিউটের মধ্যে ৪০টি বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এবং উপদেষ্টামন্ডলীর অধ্যাপক জেডএন তাহমিদা বেগম, কোষাধ্যক্ষ এবং সকল অনুষদের ডীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এই কমিটির সমন্বয়কারী। প্রিফেক্ট কমিটির কাজ হবে ক্যাম্পাসের পরিবেশ-পরিস্থিতি উন্নয়নে পরামর্শ দান এবং বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা। পরবর্তীতে বিভাগ পর্যায়ে সকল বর্ষের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভাগীয় প্রিফেক্ট কমিটি গঠন করা হবে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুনতে চায়। ছাত্রদের সমস্যা ছাত্ররাই বলুক।

শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশাসনের যোগাযোগের কোন মাধ্যম নেই। তাই প্রিফেক্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। তিনি ডাকসুর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন, ডাকসু থাকলে ৯০ ভাগ সমস্যার সমাধান হতো। প্রিফেক্ট কমিটি সাথে এই কমিটির নীতিমালার কোন বিরোধ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে প্রিফেক্ট কমিটির উল্লেখ থাকলেও অতীতে কখনোই এর প্রয়োগ হয়নি। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর যদি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে ভিসির মতামত নিয়ে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃংখলার জন্য প্রত্যেক বিভাগের প্রক্টর প্রিফেক্ট নিয়োগ করতে পারেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভাবমূর্তি ও সুখ্যাতি রয়েছে, প্রিফেক্ট কমিটিভুক্ত সেরা ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তা আরও সমুন্নত হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পাঠ বহির্ভূত সকল কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে আসবে। রাষ্ট্র বিজ্ঞান থেকে প্রিফেক্ট কমিটিতে সুযোগ পাওয়া চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আপেল মাহমুদ বললেন, প্রিফেক্ট কমিটির মাধ্যমে সমস্যার কথা বলব। এটি হবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সেতুবন্ধন। ইংরেজী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, অমুক ভাই তমুক ভাইয়ের নিকট এখন আর যেতে হবে না। বিড়ম্বনার শিকার হতে হবে না আমাদের। নিজেরাই সমাধান করব সমস্যা। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জসীমউদ্দীন জোসী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণার্থে এটি একটি ভালো উদ্যোগ। তবে এই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হবে। আরো আধুনিক করতে হবে। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, ক্যাম্পাসে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় ছাত্র সংগঠনগুলো নিয়ে। সেখানে ছাত্র সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়ে কিভাবে প্রিফেক্ট কমিটি কাজ করবে এ ব্যাপারে আমার সংশয় আছে। ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বেগ শাহীন জাহান বলেন, কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে ছাত্র সংগঠনগুলো বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থা

APR 24 2002